পল্লী পাঠশালা গবেষণা কেন্দ্র (পিপিআরসি)
(Palli Patshala Research Centre-PPRC)

ভূমিকাঃ

আভিধানিক অর্থে পাঠশালা হচ্ছে কোমলমতি বিদ্যার্থীদের শিক্ষা গৃহ। বাংলাদেশের গ্রামীণ শিক্ষা বিস্তারে পাঠশালার রয়েছে অতুলনীয় অবদান। তাই পাঠশালা শব্দটি আজও মানুষের কাছে সুপরিচিত এবং গর্বের ধন। সেই গর্বকে ধারণ করে পাঠশালার অনুকরণে গড়ে তোলা হবে পল্লী উন্নয়নের নতুন শিক্ষা গৃহ- 'পল্লী পাঠশালা'। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর কৃষক মাঠ স্কুল, ফসলের ডাক্তার মডেল এবং রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার বাছুরবান্ধা গ্রামের স্ব-শিক্ষায় শিক্ষেত কৃষক বন্ধু গিরিশ চন্দ্র রায়-এর কৃষি ক্লাব পল্লী পাঠশালা ধারণার মূল অনুপ্রেরণা।

পল্লী পাঠশালা প্রকৃতপক্ষে কমিউনিটি ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার এবং গ্রামবাসির মিলন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। সর্বস্তরের গ্রামবাসী খুব সহজেই এ কেন্দ্র থেকে খুব সহজে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ হাতের নাগালে পেয়ে যাবেন। অংশগ্রহনমূলক শিক্ষন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গ্রামবাসীর মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি হবে। পল্লী পাঠশালায় গ্রামবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হবে এবং সকল শ্রেণীর মানুষকে জ্ঞান নির্ভর ক্ষমতায়নে আকৃষ্ট করা হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি পল্লী পাঠশালাকে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে। এ ছাড়া সরকারী উন্নয়নমূলক তথ্য প্রবাহের চ্যানেল হিসেবে পাঠশালাতে ব্যবহার করা হবে। এভাবে তথ্যে সমৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সার্বিক দিক নির্দেশনা খুঁজে পাবেন।

পল্লী পাঠশালার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

[পল্লী পাঠশালার চলমান যে কোন গ্রামীণ সমিতির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে]

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ১লা জুলাই ২০১১ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে একটি বাড়ী একটি খামার কর্মসূচীর আওতাভূক্ত গ্রাম সমিতির একটি জ্ঞান-নির্ভর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হবে। পল্লী পাঠশালায় নারী- পুরুষ সহ সর্বস্তরের গ্রামবাসীর সমতা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব থাকবে। বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগ যেমন-বার্ড, আরডিএ, বিআরডিবি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর প্রভৃতির কার্যকর যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে। গ্রাম সমিতির ৫ জন তরুণ-তরুণী প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে পল্লী পাঠশালার সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন। গ্রাম সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সহায়কবৃন্দকে সম্মানী প্রদান করবেন। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সহায়কবৃন্দ পল্লী পাঠশালাকে ক্রমান্বয়ে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে গ্রামবাসীকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলবে।

পল্লী পাঠশালার অবয়ব

গ্রাম সমিতির নিজস্ব অংগনে খোলামেলা পরিসরে পল্লী পাঠশালা স্থাপিত হবে। সু-চিহ্নিত (সাইনবোর্ড) ও মজবুত ধারান্দাসহ দো-চালা টিনের ঘর গ্রামবাসীকে পাঠশালায় আসতে উদ্বুদ্ধ করবে। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিখন উপকরণ, লাইব্রেরী, কম্পিউটার দিয়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পল্লী পাঠশালাকে সজ্জিত করা হবে। পরবর্তী

পর্যায়ে পল্লী পাঠশালা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কমিউনিটি রেডিও পরিচালনা ও প্রস্তাবিত পল্লী উন্নয়ন টিভির জন্য অংশগ্রহণ মূলক তথ্য চিত্র তৈরী করতে পারবে।

পল্লী পাঠশালা পরিচালনা

পল্লী পাঠশালাকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রাম সমিতির ৫ জন শিক্ষেত যুবক-যুবতিকে পাঠশালা পরিচালনা বিষয়ে আরডিএ-তে সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পাঠশালা পরিচালিত হবে এবং সময়ের সাথে সাথে কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সহায়কবৃন্দ পাঠশালয় নিম্নবর্ণিত কাজ করবেন-

১. দৈনিক গ্রামবাসীর সুবিধাজনক সময়ে নির্বাচিত বই থেকে পড়ে শোনাবেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করবেন।

২. কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক বিষয়ে উন্মুক্ত কুইজ এবং আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন।

৩. গ্রামবাসীর চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক আদান প্রদানের ব্যবস্থা (লাইব্রেরী কার্যক্রম) গ্রহণ করবেন।

৪. গ্রামবাসীকে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য পালন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ সেবা প্রদান করবেন।

৫. প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

৬. অংশগ্রহণ মূলক বিনোদন ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন।

৭. পল্লী পাঠশালায় গ্রামের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কৃষক মাঠ স্কুল, ফসলের ডাক্তার ইত্যাদি মডেল থেকে অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করে পল্লীর মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবীকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে **"Palli Patshala Research Centre (PPRC)"** শিরোনামে একটি বিশেষায়িত সেল খোলার প্রস্তাব করা হলে একাডেমী ২০১২ সালে একাডেমী ৪১তম বোর্ড সভা পল্লী পাঠশালা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়। যেখানে সরকারের আর্থিক কোন সংশ্লিষ্ট থাকবে না। মূলতঃ এ সেন্টারটি তার নিজস্ব আয়ে পরিচালিত হবে।

উদ্দেশ্যঃ এ PPRC পরিচালনা করার উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

- পল্লী পাঠশালা কমিউনিটি ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার এবং গ্রামবাসীর মিলন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। সর্বস্তরের গ্রামবাসী এ কেন্দ্র থেকে খুব সহজে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ হাতের নাগালে নিশ্চিতকরণ;
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গ্রামবাসীর মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করা;
- পল্লী পাঠশালায় গ্রামবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার হিসেবে গড়ে তুলে সকল শ্রেণীর মানুষকে জ্ঞান নির্ভর ক্ষমতায়নে আকৃষ্ট করা;
- সরকারী উন্নয়নমূলক তথ্য প্রবাহের চ্যানেল হিসেবে পাঠশালাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
- পাঠশালা প্রচলন কার্যক্রমের সফলতা ও ব্যর্থতা বিষয়ক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা;
- হালনাগাদ তথ্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে সরবরাহ করে সঠিক সময়ে এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;
- পল্লী পাঠশালার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- সরকারী/ বেসরকারী/ আন্তজাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত পল্লী পাঠশালা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

PPRC এর আয়ের উৎসঃ

- কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স বা অন্য কোন পরিচালনা হতে প্রাপ্ত অর্থ;
- সরকারী/বেসরকারী/আন্তজাতিক সংস্থার অর্থে পরিচালিত প্রকল্পের অর্থ।